

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত ডায়ালগিক এক্সরে এর উপর
৬৩ তম RCO প্রশিক্ষণ কোর্স, ২৯-৩০ এপ্রিল ২০১৯ ইং এর প্রতিবেদন



আয়নায়কারী বিকিরণ সোর্স/ঘনপাতি ব্যবহারকারীদেরকে সুষ্ঠুভাবে কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য পানিবিদ্য বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। দক্ষ বিশেষজ্ঞগণ বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর সাফল্যের মূল চালিকা শক্তি। বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা তেজস্ক্রিয় পদার্থ/সোর্স ঘনপাতি ইত্যাদি ব্যবহারের সাথে জড়িত বুদ্ধি, আইনগত চাহিদা, এবং নিজের দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন।



২৯-৩০ এপ্রিল ২০১৯ইং তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, অখরিটি ভবনের ক্লাসরুমে আরসিও-দের জন্য ডায়ালগিক এক্সরে সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। আরসিও প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার (ঢাকা, খুলনা, সিলেট, দিনাজপুর, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, শরীয়তপুর, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, যশোর) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।



Raei

প্রতি বছর বাৎসরিক প্রতিষ্ঠার পর ২০১৩ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১০টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৪৭৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৬০৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৫ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১০টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩৬৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৬ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪৪৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৭ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১২টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪০২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৮ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১০টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪০৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৯ সালের জানুয়ারি-এপ্রিল মাস পর্যন্ত ০৬ টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি-এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ১৭৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। বাৎসরিক প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত মোট ১১ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ৩০১০ (তিন হাজার দ্বিঘাতসাত) জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১১ই ফেব্রুয়ারি ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সময়কালে আরসিও-র অন্য ত্যাগপন্যায়িক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন মোট ১৪৪ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সদস্যপত্র প্রাপ্ত হন মোট ১৪৪ জন এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ১১৭ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সদস্যপত্র প্রাপ্ত হন মোট ১৪৭ জন। ২০১৪ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ত্যাগপন্যায়িক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ১১২ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সদস্যপত্র প্রাপ্ত হন মোট ১৩৮ জন। ২০১৬ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ত্যাগপন্যায়িক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ১৪০ জন এবং উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সদস্যপত্র প্রাপ্ত হন মোট ১২১ জন। ২০১৭ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ত্যাগপন্যায়িক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ১২৬ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সদস্যপত্র প্রাপ্ত হন মোট ১১৩ জন। ২০১৮ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ত্যাগপন্যায়িক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ১২ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সদস্যপত্র প্রাপ্ত হন মোট ১১৯ জন। ২০১৯ সালের জানুয়ারি-এপ্রিল মাস পর্যন্ত ত্যাগপন্যায়িক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ১০ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সদস্যপত্র প্রাপ্ত হন মোট ৭৪ জন।

উল্লেখ্য যে প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাস্থ্যসেবার আশেপাশে কোর্সের সামগ্রিক মাস উদ্বোধনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

Handwritten signature